যুগান্তর

তারিখ 2● APR 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রাজধানীর স্কুলগুলোতে শুক্রবারও নেয়া হচ্ছে পরীক্ষা। ওয়াইডব্লিউসিএ থেকে তোলা ছবি

শুক্রবারও খোলা ছিল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুক্রবার খোলা ছিল। ওইসব প্রতিষ্ঠানে ক্লাস হয়েছে। কোথাও কোথাও পরীক্ষাও হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখেন। খোলা রাখা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলই বেশি। এছাড়া বেশকিছু বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও খোলা ছিল। শুক্রবার সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকে। কিন্তু পরদিন বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস ও পরীক্ষা হয়েছে। সরেজমিন দেখা গেছে, কলাভবন ও বিজনেস স্টাডিজ ভবনে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা। ক্লাস করা ছাত্রী আকলিমা বেগম জানান, হরতালের কারণে তাদের বেশকিছু ক্লাস হয়নি। সামনে চতুর্থ বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা। এ কারণে তাদের মোট তিনটি ক্লাস নেয়া হয়। ওদিকে রাজধানীর অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনেও শুক্রবার ক্লাস নেয়া হয়েছে। সরেজমিন দেখা গেছে, রাম-পুরার উলনের ব্রাইট স্টার, লার্নার্স গ্রামার স্কুল, দীপশিখা প্রি-ক্যাডেট স্কুল, সেন্ট যোসেফ, টাইনি টটসসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, হরতালের কারণে ইতিমধ্যে ওলটপালট হয়ে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা গ্রহণ, ছুটিছাটা— সবকিছুতে 'হযবরল' লেগে গেছে। রাজধানীর বেশকিছু

খোলা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

খোলা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলছিল, যা পিছিয়ে গেছে।

বর্তমানে সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। বিগত তিনদিনের হরতালে অন্তত ২৫টি পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। রবি ও সোমবার হরতাল ডাকা হলে কেবল এইচএসসিরই আরও ১০টি বিষয়ের পরীক্ষা পেছাতে হবে। এর বাইরে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষা তো রয়েছেই।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম জানান, 'সবকিছু নিয়ে হযবরল অবস্থায় আছি। রবি ও সোমবার হরতাল হলে আবারও পিছিয়ে যাব। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ মঞ্জুআরা বেগম বলেন, ২৯ এপ্রিল মাধ্যমিকের আর ৩০ এপ্রিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শ্রেণীর পরীক্ষা নির্ধারিত রয়েছে। হরতাল হলেই ধরে নিতে হবে, পরীক্ষা স্থগিত। মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, তাদের পরীক্ষা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। আবার হরতাল হলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এখন পর্যন্ত কোন কিছু ভাবা হয়নি।

হরতালের ক্ষতি পোষাতে চট্টগ্রামে বন্ধের দিনে পরীক্ষা নিচ্ছে দুটি স্কুল : চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন শুক্রবারও চট্টগ্রামের দুটি স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছেন, টানা তিন দিনের হরতালের ক্ষতি পোষাতে, সামনে হরতালের আশংকা ও শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার বিষয়টি বিবেচনা করে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নগরীর বাংলাদেশ মহিলা সমিতি (বাওয়া) স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং চিটাগাং গ্রামার স্কুলে শুক্রবার সকাল থেকে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়।

বাওয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারা বেগম জানান, হরতালের কারণে তিন দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সামনে আরও হরতালের আশংকা দেখা দিয়েছে। তাই বন্ধের দিন হলেও শুক্রবার পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সঠিক সময়ে পরীক্ষা শেষ না হলে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হবে। তাই হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাওয়া স্কুলের দুটি শাখায় ২৪টি বিভাগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় প্রভাতী ও বেলা ১১টায় দিবা শাখার পরীক্ষা শুরু হয়।

এদিকে চিটাগাং গ্রামার স্কুলেও শুক্রবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। হরতালের ক্ষতি কিছুটা পোষাতে এ উদ্যোগ বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই স্কুলে সকাল-বিকাল দু'বেলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানে এ উদ্যোগ নেয়া হলেও নগরীর সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে এ উদ্যোগ নেই।

চট্টগ্রাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) খালেদ মামুন চৌধুরী জানান, সরকারি স্কুলের পরীক্ষা গ্রহণের এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেই। তবে পরীক্ষা গ্রহণের সব ধরনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকে। তিনি বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠানে হরতালের কারণে পরীক্ষা বেশি জমে গেছে, তারা হয়তো প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য বন্ধের দিনে পরীক্ষা নিচ্ছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তাদের সুবিধামতো ক্লাস বা পরীক্ষা নিতে পারে বলেও জানান তিনি।